



নূতন নিয়মে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সু-সমাচার

ভূমিকা

নূতন নিয়মে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সু-সমাচার নামক বইটি-

১. প্রভু যীশুকে পরিচিত করানো
২. সু-সমাচারকে প্রভু যীশুর মাধ্যমে পুনরায় জাগ্রত করা
৩. প্রভু যীশুর সু-সমাচারকে হাতিয়ার হিসাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া

আর জানার ও প্রভু যীশুতে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য পুরো বাইবেলটি পড়ুন। ঈশ্বরের আশির্বাদ প্রচুর রূপে গ্রহণ করুন।

লেনার্ড গ্লাস্টার

THE GOOD NEWS ABOUT JESUS

From the New Testament

Copyright © 1992 by LENARD GALSTER

To my wife Ruth, and son David

Ist printing 1979

500,000 copies in print in English, French, Chinese, Spanish, Hindi, Arabic, Russian, German, Vietnamese, Korean, Thai, Karen, Samoan, Swahili, Latvian, Lithuanian, Luhyan, Ukrainian, Krahn, Somali, Amharic, Oromo, Urdu, Telugu, Tamil, Malayalam, Kanada, Marathi, Gujarathee, Bengalee as well as Braille and Large print. Punjabee and other languages are in preparation.

5000 Copies of this Bengalee Edition is printed at the Assisi Offset Press, Nagercoil.

2008

Translator : **Rev. Subir Lal Nath**

Cover Design : **Lenard Galster**

Artwork : **Mark Watkins**

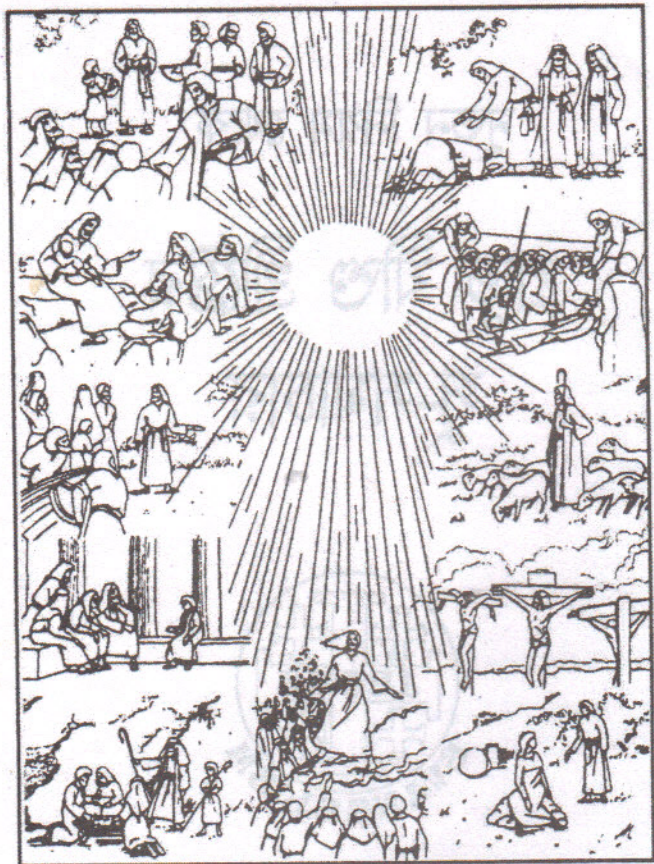
*Scripture references from THE HOLY BIBLE,
Copyright: The Bangladesh Bible Society.*

নূতন নিয়ম থেকে

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের

সু-সমাচার





নূতন নিয়ম থেকে

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সু-সমাচার

সূচিপত্র

১. প্রভু যীশুর মাধ্যমে ঈশুর এই জগতে আসেন.....	৬
২. ব্যক্তি হিসাবে প্রভু যীশুর বিষয়ে কিছু কথা.....	৮
৩. শিষ্য হওয়ার জন্য প্রভু যীশু লোকদের আহ্বান করেন.....	১২
৪. প্রভু যীশু লোকদের শিক্ষা দেন ও আশীর্বাদ দান করেন....	১৪
৫. প্রভু যীশু তাঁর অনুসারীদের প্রয়োজন মেটান.....	১৬
৬. প্রভু যীশু প্রার্থনার উত্তর দেন.....	১৮
৭. প্রভু যীশু লোকদের পাপ ক্ষমা করেন ও সুস্থতা দান করেন.....	২০
৮. প্রভু যীশু লোকদের ঈশুরের দিকে প্রেরণ করেন ও পরিপূর্ণ জীবন দান করেন.....	২২
৯. প্রভু যীশু জগতের পরিত্রান সাধন করেন.....	২৫
১০. প্রভু যীশু তাঁর লোকদের নূতন জীবন দান করেন.....	৩৩
১১. প্রভু যীশু, তিনি নিজে তাঁর মন্ডলী স্থাপন করলেন.....	৩৭
১২. প্রভু যীশু, তিনি নিজে তাঁর লোকদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন.....	৪১

প্রথম ভাগ

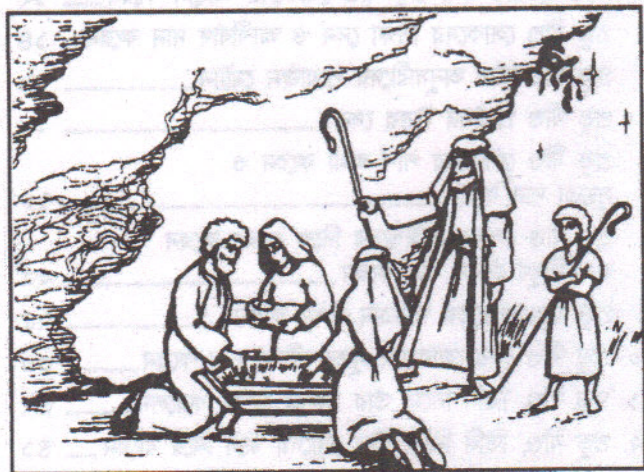
প্রভু যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর এই জগতে আসেন

১. প্রভু যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর এই জগতে আসেন।

“প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে সুখবরের আরম্ভ; তিনি ঈশ্বরের পুত্র।”
মার্ক ১ : ১

“ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন তাঁর সব পূর্ণতা খ্রীষ্টের মধ্যেই থাকে।”
কলসীয় ১ : ১৯

“কিন্তু সময় পূর্ণ হলে পর ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই



পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আইন কানুনের অধীনে
জীবন কাটালেন।” গালাতীয় ৪ : ৪

২. যীশু নামের অর্থ হল, পাপের মুক্তিদাতা।

“তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ
থেকে উদ্ধার করবেন।” মথি ১ : ২১

৩. আগত পরিত্রাতা প্রভু যীশু আনন্দ বয়ে আনেন!

“স্বর্গদূত তাদের বললেন, “ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমাদের
কাছে আনন্দের খবর এনেছি। এই আনন্দ সব লোকের জন্য। আজ
দায়ুদের গ্রামে তোমাদের উদ্ধারকর্তা জন্মেছে। তিনিই মশীহ, তিনিই
প্রভু যীশু।” লুক ২ : ১০-১১

৪. যেখানে প্রভু যীশু জন্মগ্রহণ করেছিল, বড় হয়েছিল ও
লোকেদের সেবা কাজ করেছিল সেই সব জায়গা আজ
বর্তমান।

“যিহুদিয়া প্রদেশের বৈৎলেহম গ্রামে প্রভু যীশুর জন্ম হয়েছিল। তখন
রাজা ছিলেন হেরোদ।” মথি ২ : ১

“পরে যীশু শুনলেন যোহনকে জেলকানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে।
তখন তিনি গালীলে চলে গেলেন এবং নাসরত গ্রাম ছেড়ে সবুলুন ও
নপ্তালি এলাকার মধ্যে সাগর পারের কফরনাহুম শহরে গিয়ে রইলেন।”
মথি ৪ : ১২-১৩

“প্রায় তিরিশ বছর বয়সে যীশু কাজ শুরু করলেন।” লুক ২ : ২৩

দ্বিতীয় ভাগ

ব্যক্তি হিসাবে প্রভু যীশুর বিষয়ে কিছু কথা

৫. যীশু খুব বুদ্ধিমান এবং অন্যদের সহজে প্রভাবিত করতেন।

“যারা যীশুর কথা শুনছিলেন তাঁরা সবাই তাঁর বুদ্ধি দেখে ও তাঁর কথা শুনে অবাক হচ্ছিলেন।”
লুক ২ : ৪৭

“লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গেল, কারন তিনি ধর্ম-শিক্ষকদের মত শিক্ষা দিচ্ছিলেন না বরং যাঁর অধিকার আছে সেই রকম লোকের মতই শিক্ষা দিচ্ছিলেন।”
মার্ক ১ : ২২

“লোকেরা সবাই তাঁর প্রশংসা করল এবং তাঁর মুখে এই সব সুন্দর সুন্দর কথা শুনে আশ্চর্য হল।”
লুক ৪ : ২২



৬. প্রভু যীশু খুব জনপ্রিয় ব্যক্তি।

“গালীল, দিলপলি, যিরুশালেম, যিহুদিয়া এবং যর্দনের অন্য পার থেকে অনেক লোক যীশুর পিছনে পিছনে চলল।” মথি ৪ : ২৫

“যীশু যিরুশালেমে ঢুকলে পর শহরের সমসত জায়গায় ছলছুল পড়ে গেল।” মথি ২১ : ১০

৭. যীশু নম্র ও ভদ্র ।

“আমার জোয়াল তোমাদের উপর তুলে নাও ও আমার কাছ থেকে শেখো, কারণ আমার স্বাভাব নরম ও নম্র।” মথি ১১ : ২৯

৮. যীশু ভালোবাসায় পূর্ণ।

“পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি। আমার ভালবাসার মধ্যে থাকা।” যোহন ১৫ : ৯

৯. যীশু আনন্দে পূর্ণ।

“তখন প্রভু যীশু পবিত্র আত্মায় দেওয়া আনন্দে পূর্ণ হলেন” লুক ১০ : ২১ক

“এই সব কথা আমি তোমাদের বললাম যেন আমার আনন্দ তোমাদের অঙ্গুরে থাকে ও তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।” যোহন ১৫ : ১১

১০. যীশুর বন্ধু সুলভ মনোভাব।

“আমি তোমাদের আর দাস বলি না, কারণ মনিব কি করেন দাস তা জানেন না; বরং আমি তোমাদের বন্ধু বলেছি, কারণ আমি পিতার

কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি তা তোমাদের জানিয়েছি।”

যোহন ১৫ : ১৫

১১. যীশু লোকেদের জন্য দুঃখ বোধ করেন।

“যখন প্রভু যীশু যিরূশালেমের কাছে আসলেন, তখন শহরটা দেখে কাঁদলেন।”

লুক ১৯ : ৪১

“তিনি তাদের বললেন দুঃখে যেন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।”

মথি ২৬ : ৩৮

“যীশু কাঁদলেন।”

যোহন ১১ : ৩৫

১২. যীশু নিদারুণ মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রনায় কষ্ট পান।

“পরে যীশু শিষ্যদের সঙ্গে গেৎশিম্মানী নামে একটা জায়গায় গেলেন এবং শিষ্যদের বললেন, আমি ওখানে গিয়ে যতক্ষণ প্রার্থনা করি ততক্ষণ তোমরা এখানে বসে থাক। এই বলে তিনি পিতর আর সিবদিয়ের দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তাঁর মন দুঃখে ও কষ্টে ভরে উঠতে লাগল।”

মথি ২৬ : ৩৬-৩৭

১৩. যীশু রেগে গিয়েছিলেন।

“তখন যীশু বিরক্ত হয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং তাঁদের অন্তরের কঠিনতার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন।”

মার্ক ৩ : ৫

১৪. যীশু শান্ত প্রকৃতির ।

“জবাই করবার জন্য যেমন ভেড়া নেওয়া হয়, তেমনি তাঁকে নেওয়া হল। লোম ছাঁটাইকারীর সামনে ভেড়ার বাচ্চা যেমন চুপ করে থাকে,

তেমনি তিনি মুখ খুললেন না।”

প্রেরিত ৮ : ৩২

১৫. যীশুর মধ্যে কোন পাপ ছিল না।

“তিনি কোন পাপ করেন নি, কিম্বা যার মুখে কোন ছলনার কথা ছিল না।”

১পিতর ২ : ২২

১৬. যীশু ক্ষমাশীল।

“তখন যীশু বললেন, ‘পিতা’ এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা কি করছে তা জানে না।”

লুক ২৩ : ৩৪

১৭. যীশু ক্ষমতাশীল।

“তখন যীশু কাছে এসে তাঁদের এই কথা বললেন, স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে।”

মথি ২৮ : ১৮

“ঈশ্বরের সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই ঈশ্বরের পূর্ণ ছবি। পুত্র তাঁর শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা সব কিছু ধরে রেখে পরিচালনা করেন।”

ইব্রীয় ১ : ৩

১৮. যীশু মহিমাম্বিত হন।

“তাঁদের সামনে যীশুর চেহারা বদলে গেল। তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং তাঁর কাপড় আলোর মত সাদা হয়ে গেল।”

মথি ১৭ : ২

“তাঁর চেহারা ঠিক হীরা ও সাদীয়া মণির মত। সিংহাসনটার চারদিকে একটা মেঘধনুক ছিল; সেটা দেখতে ঠিক একটা পান্নার মত।”

প্রকাশিত বাক্য ৪ : ৩

তৃতীয় ভাগ

শিষ্য হওয়ার জন্য প্রভু যীশু লোকদের আহ্বান করেন

১৯. যীশু লোকদের তাঁর কাছে আসতে ও তাঁর সাথে থাকতে বলল।

“তোমরা যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ, তোমরা সবাই আমার কাছে এস; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।” মথি ১১ : ২৮

“পরের দিন যীশু ঠিক করলেন তিনি গালীল প্রদেশে যাবেন। সেই সময় যীশু ফিলিপের খোঁজ পেয়ে তাঁকে বললেন, এস আমার শিষ্য হও।” যোহন ১ : ৪৩

“যীশু যখন সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন তখন পথে মথি নামে একজন লোককে কর আদায় করবার ঘরে বসে থাকতে দেখলেন। যীশু তাঁকে বললেন, এস আমার শিষ্য হও। মথি তখনই



উঠে তাঁর সঙ্গে গেলেন।”

মথি ৯ : ৯

“সকাল হলে পর তিনি তাঁর শিষ্যদের নিজের কাছে ডাকলেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের প্রেরিত-পদ দিলেন। তাঁরা হলেন শিমোন, যাকে তিনি পিতর নাম দিলেন; শিমোনের ভাই আন্দ্রিয়; যাকোব ও যোহন; ফিলিপ ও বর্থমল; মথি ও থোমা; আলফেয়ের ছেলে যাকোব; শিমোন যাকে মৌলবাদী বলা হয়; যাকোবের ছেলে যিহূদা এবং যিহূদা ইষ্কারিয়োত; যে যীশুকে পরে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।”

লুক ৬ : ১৩-১৬

“পরে যীশু আবার লোকদের বললেন, আমিই জগতের আলো। যে আমার পথে চলে সে কখনও অন্ধকারে পড়বে না, বরং জীবনের আলো পাবে।”

যোহন ৮ : ১২

“এর পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, যদি কেউ আমার পথে আসতে চায় তবে সে নিজের ইচ্ছামত না চলুক; নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে সে আমার পিছনে আসুক। যে কেউ তাঁর নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায় সে তার সত্যিকারের জীবন হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য তার প্রাণ হারায় সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে।”

মথি ১৬ : ২৪-২৫

“যীশু তাঁদের বললেন, আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করব।”

মার্ক ১ : ১৭

“তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর।”

মথি ২৮ : ১৯

“তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর যিরূশালেম, সারা যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবো।”

প্রেরিত ১ : ৮

প্রভু যীশু তাঁর লোকদের শিক্ষা ও
আশীর্বাদ দান করেন

২০. যীশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেন।

“যীশু অনেক লোক দেখে পাহাড়ের উপর উঠলেন। তিনি বসলে পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে আসলেন। তখন তিনি শিষ্যদের এই বলে শিক্ষা দিতে লাগলেন।”

মথি ৫ : ১-২

“একদিন রাতে তিনি যীশুর কাছে এসে বললেন, গুরু, আমরা জানি আপনি একজন শিক্ষক হিসাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, কারণ আপনি যে সব আশ্চর্য কাজ করছেন, ঈশ্বর সঙ্গে না থাকলে কেউ তা করতে পারে না।”

যোহন ৩ : ২



২১. যীশু তাদের আশীর্বাদ করেন, যাহারা তাঁকে অনুসরণ করে।

“তারপর যীশু সেই ছেলেমেয়েদের কোলে নিলেন এবং তাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।”

মার্ক ১০ : ১৬

“পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বৈথনিয়া পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তিনি হাত তুলে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন।”

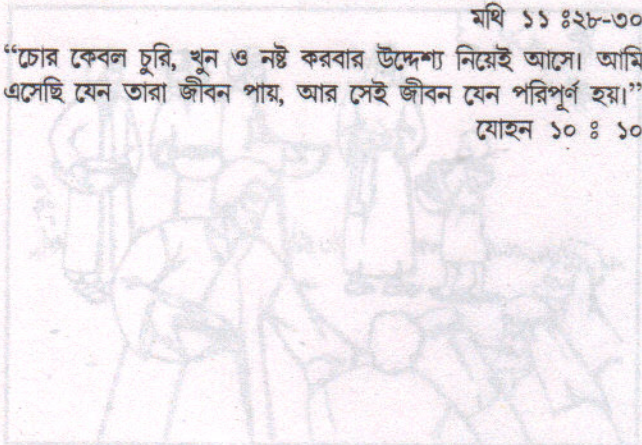
লুক ২৪ : ৫০

“তোমরা যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ, তোমরা সবাই আমার কাছে এস; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জোয়াল তোমাদের উপর তুলে নাও ও আমার কাছ থেকে শেখো, কারণ আমার স্বাভাব নরম ও নম্র। এতে তোমরা অন্তরে বিশ্রাম পাবে, কারণ আমার জোয়াল বয়ে নেওয়া সহজ ও আমার বোঝা হালকা।”

মথি ১১ : ২৮-৩০

“চোর কেবল চুরি, খুন ও নষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়।”

যোহন ১০ : ১০



প্রভু যীশু তাঁর অনুসারীদের প্রয়োজন মেটান

২২. প্রভু যীশু তাঁর অনুসারীদের শারীরিক, আত্মিক ও জাগতিক প্রয়োজন মেটান।

“যীশু সেই পাঁচটা রুটি আর দু’টা মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, আর লোকদের দেবার জন্য রুটি ভেঙে শিষ্যদের হাতে দিলেন। এইভাবে তিনি সবাইকে মাছও ভাগ করে দিলেন।”

মার্ক ৬ : ৪১

“গালীল প্রদেশের সমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে যিহুদীদের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-ঘরে যীশু শিক্ষা দিতে লাগলেন। এছাড়া তিনি স্বর্গ রাজ্যের



সুখবর প্রচার করতে এবং লোকদের সব রকম রোগ ভাল করতে
লাগলেন।”

মথি ৪ : ২৩

“যীশু তাদের বললেন, আমিই সেই জীবন রুটি। যে আমার কাছে
আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার উপর বিশ্বাস করে তার
আর কখনও পিপাসাও পাবে না।”

যোহন ৬ : ৩৫

“ঈশ্বরের সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই ঈশ্বরের পূর্ণ
ছবি। পুত্র তাঁর শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা সব কিছু ধরে রেখে
পরিচালনা করেন।”

ইব্রীয় ১ : ৩

“আমার ঈশ্বর তাঁর গৌরবময় অশেষ ধন অনুসারে খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য
দিয়ে তোমাদের সব অভাব পূরণ করবেন।”

ফিলিপিয় ৪ : ১৯

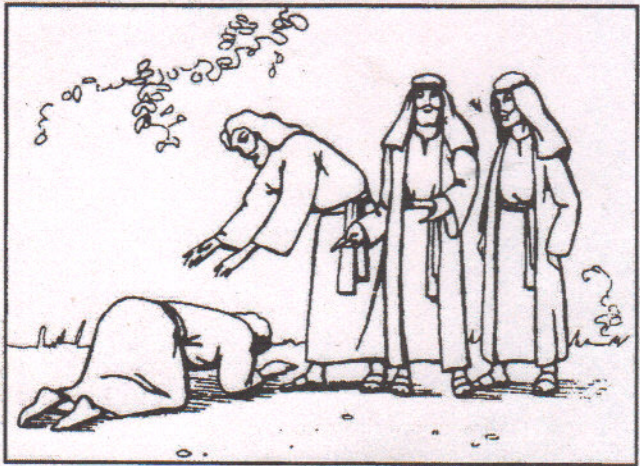


ষষ্ঠ ভাগ

প্রভু যীশু প্রার্থনার উত্তর দেন

২৩. যাহারা যীশুর কাছে আসে যীশু তাহাদের কথা শোনেন ও সাহায্য করেন।

“সেই সময় একজন চর্মরোগী এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, প্রভু আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন। যীশু হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, আমি তা-ই চাই, তুমি শুচি হও। তখনই লোকটির চর্মরোগ ভাল হয়ে গেল।” মথি ৮ : ২-৩



“পরে যীশু কফরনাহুম শহরে ঢুকলেন। তখন একজন রোমীয় শত-সেনাপতি তাঁর কাছে এসে অনুরোধ করে বললেন, ‘প্রভু’ আমার দাস ঘরে বিছানায় পড়ে আছে। সে অবশ-রোগে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। যীশু তাঁকে বললেন, ‘আমি’ গিয়ে তাকে ভাল করবা” মথি ৮ : ৫-৭

“তারা তাঁকে বলল, প্রভু আমাদের চোখ খুলে দিন। তখন যীশু মমতায় পূর্ণ হয়ে তাদের চোখ ঝুলেন, আর তখনই তারা দেখতে পেল এবং তাঁর পিছনে পিছনে চলল।” মথি ২০ : ৩৩-৩৪

“কিন্তু জোর বাতাস দেখে তিনি ভয় পেয়ে ডুবে যেতে লাগলেন এবং চিৎকার করে বললেন, প্রভু আমাকে বাঁচান। যীশু তখনই হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরলেন এবং বললেন, অল্প বিশ্বাসী কেন সন্দেহ করলে?” মথি ১৪ : ৩০-৩১

“চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ কর, পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য খোলা হবে।” মথি ৭ : ৭

“তখন যীশু তাকে বললেন, সত্যিই তোমার বিশ্বাস খুব বেশী। তুমি যেমন চাও তেমনই হোকা।” মথি ১৫ : ২৮

সপ্তম ভাগ

প্রভু যীশু লোকদের পাপ ক্ষমা করেন ও সুস্থতা দান করেন

২৪. যীশু পাপ ক্ষমা করেন।

“যীশু তাদের বিশ্বাস দেখে বললেন, ‘বন্ধু’ তোমার পাপ ক্ষমা করা হল। এতে ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এই লোকটা কে, যে ঈশ্বরকে অপমান করছে? ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? তাঁরা মনে মনে কি চিন্তা করছিলেন যীশু তা বুঝতে পেরে বললেন, আপনারা মনে মনে কেন ঐ কথা ভাবছেন? কোনটা বলা সহজ, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল, না তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও? কিন্তু আপনারা যেন জানতে পারেন পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করবার ক্ষমতা মনুষ্যপুত্রের আছে, এই পর্যন্ত বলে তিনি সেই অবশ-রোগীকে বললেন, আমি তোমাকে বলছি, ওঠো তোমার বিছানা তুলে নিয়ে বাড়ী চলে যাও। সেই লোকটি তখনই সকলের সামনে উঠে দাঁড়াল এবং যে বিছানার উপরে সে শুয়ে ছিল তা তুলে নিয়ে ঈশ্বরের গৌরব করতে করতে বাড়ী চলে গেল।” লুক ৫ : ২০-২৫

“তখন যীশু বললেন, আমিও করি না। আচ্ছা যাও; পাপে জীবন আর কাটায়ে না।” যোহন ৮ : ১১

“তখন যীশু বললেন, ‘পিতা’ এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা কি করেছে তা জানে না।” লুক ২৩ : ৩৪

“আমাদের উদ্ধারকর্তা ঈশ্বরের চোখে তা ভাল এবং এতেই তিনি খুশী হন। তিনি চান যেন সবাই পাপ থেকে উদ্ধার পায় এবং খ্রীষ্টের বিষয়ে সত্যকে গভীরভাবে বুঝতে পারে।” ১ তীমথিয় ২ : ৩-৪



“ঈশ্বর মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা পাপ থেকে উদ্ধার পায়। সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন।” যোহন ৩ : ১৭

২৫. যীশু লোকদের রোগ সুস্থ করেন।

“এর পরে যীশু পিতরের বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন, পিতরের শাশুড়ীর জ্বর হয়েছে এবং তিনি শুয়ে আছেন। যীশু তাঁর হাত ছুলেন আর তাতে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল। তখন তিনি উঠে যীশুর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। সন্ধ্যা হলে পর লোকেরা মন্দ আক্রমণ পাওয়া অনেককে যীশুর কাছে নিয়ে আসল। তিনি মুখের কথাতেই সেই আক্রমণের ছাড়ালেন আর যারা অসুস্থ ছিল তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন।” মথি ৮ : ১৪-১৬

“সমস্ত সিরিয়া দেশে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল। যে সব লোকেরা নানা রকম রোগে ও ভীষণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল, যাদের মন্দ আক্রমণ ধরেছিল এবং যারা মৃগী ও অবশ-রোগে ভুগছিল, লোকেরা তাদের যীশুর কাছে আনল। তিনি তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন।”

মথি ৮ : ২৪

অষ্টম ভাগ

প্রভু যীশু লোকদের ঈশ্বরের দিকে প্রেরণ করেন ও
পরিপূর্ণ জীবন দান করেন

২৬. একজন ভাল রাখাল হিসাবে যীশু, পিতা ঈশ্বর, পুত্র
যীশু খ্রীষ্ট ও পবিত্র আত্মার দিকে লোকদের পরিচালনা করেন।
(ত্রিত্ব ঈশ্বর- বা এক ঈশ্বর তিনটি আলাদা চরিত্র)।

“আমিই ভাল রাখাল। ভাল রাখাল তার ভেড়ার জন্য নিজের জীবন
দেয়।” যোহন ১০ : ১১

“যীশু তাঁকে বললেন, ‘আমি পথ, সত্য আর জীবন’ আমার মধ্য
দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না। তোমরা যদি
আমাকে জানতে তবে আমার পিতাকেও জানতে। এখন তোমরা
তাঁকে জেনেছ আর তাঁকে দেখতেও পেয়েছ। ফিলিপ যীশুকে বললেন,
‘প্রভু’ পিতাকে আমাদের দেখান, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হব। যীশু
তাঁকে বললেন, ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি,
তবুও কি তুমি আমাকে জানতে পার নি? যে আমাকে দেখেছে সে
পিতাকেও দেখেছে। তুমি কেমন করে বলছ, পিতাকে আমাদের দেখান।”

যোহন ১৪ : ৬-৯

“আমি আর পিতা এক।”

যোহন ১০ : ৩০

“আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল
থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। সেই
সাহায্যকারীই সত্যের আত্মা যিনি ঈশ্বরের সব সত্য প্রকাশ করেন।”

যোহন ১৪ ১৬-১৭ক

“সেই সাহায্যকারী, পবিত্র আত্মা ঝাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন।”

যোহন ১৪ : ২৬

“এইজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোদের আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। দেখ, যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।”

মথি ২৮ : ১৯-২০

“আমাদের প্রভু ঈশ্বর এক তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবো।”

মার্ক ১২ ২৯-৩০



২৭. যীশু তাঁর বাক্যের দ্বারা লোকদের পূর্ণ জীবনের দিকে পরিচালনা করেন।

“আমার ভেড়াগুলো আমার ডাক শোনে। আমি তাদের জানি আর তারা আমার পিছনে পিছনে চলে।” যোহন ১০ : ২৭

“পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সং জীবন গড়ে উঠবার জন্য দরকারী। যাতে ঈশ্বরের লোক সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হয়ে ভাল কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।” ২তীমথিয় ৩ : ১৬-১৭

“এর পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, যদি কেউ আমার পথে আসতে চায় তবে সে নিজের ইচ্ছামত না চলুক; নিজের জুশ বয়ে নিয়ে সে আমার পিছনে আসুক। যে কেউ তাঁর নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায় সে তার সত্যিকারের জীবন হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য তার প্রাণ হারায় সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে।” মথি ১৬ : ২৪-২৫

“চোর কেবল চুরি, খুন ও নষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়।” যোহন ১০ : ১০

“আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই। তারা কখনও বিনষ্ট হবে না এবং কেউই আমার হাত থেকে তাদের কেড়ে নেবে না।”

যোহন ১০ : ২৮

“এই সব কথা আমি তোমাদের বললাম যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে থাকে ও তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।” যোহন ১৫ : ১১

প্রভু যীশু জগতের পরিত্রান সাধন করেন

২৮. যীশু তাঁর জীবন সকলের জন্য উৎসর্গ করেন।

“আমি নিজে যা পেয়েছি তা সব চেয়ে দরকারী বিষয় হিসাবে তোমাদেরও দিয়েছি। সেই বিষয় হল এই-পবিত্র শাস্ত্রের কথামত খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন।”

১ করিন্থীয় ১৫ : ৩

“কেউই আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব। প্রাণ দেবারও ক্ষমতা আমার আছে। এই দায়িত্ব আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি।”

যোহন ১০ : ১৮

“তখন সৈন্যেরা যীশুকে নিয়ে গেল। যীশু নিজের জ্রুশ নিজে বয়ে নিয়ে মাথার খুলির স্থান নামে জায়গায় গেলেন। সেই জায়গার ইব্রীয় নাম ছিল গলগাথা। সেখানে তারা যীশুকে জ্রুশে দিল-যীশুকে মাঝখানে আর তাঁর দু’পাশে অন্য দু’জনকে দিল।”

যোহন ১৯ : ১৬খ-১৮

“এর পরে সব কিছু শেষ হয়েছে জেনে পবিত্র শাস্ত্রের কথা যাতে পূর্ণ হয় সেইজন্য যীশু বললেন, ‘আমার পিপাসা পেয়েছে’। সেই জায়গায় সিক্যর পূর্ণ একটা পাত্র ছিল। তখন তারা একটা স্পঞ্জ’ সেই সিক্যর ভিজাল এবং এসোব গাছের ডালের মাথায় তা লাগিয়ে যীশুর মুখের কাছে ধরল। যীশু সেই সিক্য খাওয়ার পরে বললেন, ‘শেষ হয়েছে’ তারপর তিনি মাথা নীচু করে তাঁর আত্মা সমর্পণ করলেন।”

যোহন ১৯ : ২৮-৩০

“যীশু সকলের হয়ে মরেছিলেন।”

২ করিন্থীয় ৫ : ১৫

“কিন্তু ঈশ্বর যে আমাদের ভালবাসেন তার প্রমাণ এই যে, আমরা পাপী থাকতেই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।”

রোমীয় ৫ : ৮

“তোমরা জান, জীবন পথে চলবার জন্য তোমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া বাজে আদর্শ থেকে সোনা বা রূপার মত ক্ষয় হয়ে যাওয়া কোন জিনিস দিয়ে তোমাদের মুক্ত করা হয় নি; তোমাদের মুক্ত করা হয়েছে নির্দোষ ও নিখুঁত মেঘ-শিশু যীশু খ্রীষ্টের অমূল্য রক্ত দিয়ে।”

১ পিতর ১ : ১৮-১৯

“ঐ দেখ ঈশ্বরের মেঘ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন।”

যোহন ১ : ২৯

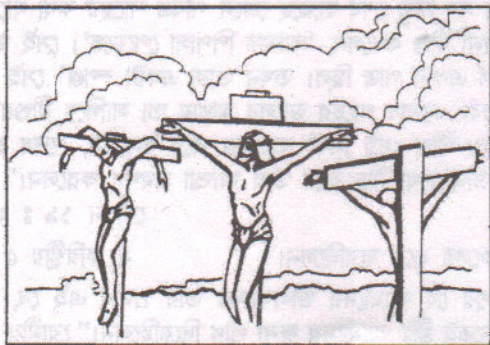
২৯. ঈশ্বরে আমাদের বিশ্বাসের আসল লক্ষ বস্তু হল যীশু।

“ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে তার একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।”

যোহন ৩ : ১৬

“আর এস, আমাদের চোখ যীশুর উপর স্থির রাখি যিনি আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ও পূর্ণতা, শুরু ও শেষ।”

ইব্রীয় ১২ : ২



৩০. যীশু আমাদের অন্ধকার ও দোষারোপ থেকে উদ্ধার করেন।

“কারণ তিনি অন্ধকারের রাজ্য থেকে আমাদের উদ্ধার করে তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজ্যে এনেছেন। এই পুত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা মুক্ত হয়েছি, অর্থাৎ আমরা পাপের ক্ষমা পেয়েছি।” কলসীয় ১ : ১৩-১৪

“যারা খ্রীষ্ট যীশুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঈশ্বর তাদের আর শাস্তির যোগ্য বলে মনে করবেন না।” রোমীয় ৮ : ১

“আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে তার অনন্ত জীবন আছে। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না; সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।” যোহন ৫ : ২৪

৩১. যীশু আমাদের পাপ ক্ষমা ও শুচি করেন।

“যীশু তাদের বিশ্বাস দেখে বললেন, ‘বন্ধু’ তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।” লুক ৫ : ২০

“সেইভাবে যীশুও যিরূশালেম শহরের বাহিরে কষ্টভোগ করে মরেছিলেন, যেন তাঁর নিজের রক্তের দ্বারা মানুষকে পাপ থেকে শুচি করতে পারেন।” ইব্রীয় ১৩ : ১২

“আর তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শুচি করে।” ১ যোহন ১ : ৭খ

৩২. যীশু আমাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করেন।

“একটা পাপের বিচারের ফলে সব মানুষকেই শাস্তির যোগ্য বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু নির্দোষ বলে ঈশ্বরের গ্রহণ যোগ্য হওয়ার যে দয়ার দান তা যীশু আমাদের দান করেছেন।” রোমীয় ৫ : ১৬

৩৩. যীশুর সাথে আমরা আত্মিক ভাবে জীবিত।

“কিন্তু ঈশ্বর করুণায় পূর্ণ; তিনি আমাদের খুব ভালোবাসেন, এই জন্য অবাধ্যতার দরুন যখন আমরা মৃত অবস্থায় ছিলাম তখন খ্রীষ্টের সঙ্গে তিনি আমাদের আত্মিক ভাবে জীবিত করলেন।” ইফিসীয় ২ : ৪-৫

“যে বীজ ধ্বংস হয়ে যায় এমন কোন বীজ থেকে তোমাদের নতুন জন্ম হয় নি, বরং যে বীজ কখনও ধ্বংস হয় না তা থেকেই তোমাদের জন্ম হয়েছে। সেই বীজ হল ঈশ্বরের চিরস্থায়ী বাক্য।” ১ পিতর ১ : ২৩

“কিন্তু যখন আমাদের উদ্ধারকর্তা ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা প্রকাশিত হল তখন তিনি পাপ থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন। কোন সংকাজের জন্য তিনি আমাদের উদ্ধার করেন নি, তাঁর করুণার জন্যই তা করলেন। পবিত্র আত্মার দ্বারা নতুন জন্ম দান করে ও নতুন ভাবে সৃষ্টি করে তিনি আমাদের অন্তর ধুয়ে পরিষ্কার করলেন, আর এইভাবেই তিনি আমাদের উদ্ধার করলেন।” তীত ৩ : ৪-৫

৩৪. প্রভু যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখি।

“আইন-কানুন পালন করলেই যে ঈশ্বর মানুষকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করবেন তা নয়, কিন্তু আইন-কানুনের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের পাপের বিষয়ে চেতনা লাভ করে। ঈশ্বর মানুষকে এখন আইন-কানুন ছাড়াই কেমন করে নির্দোষ বলে গ্রহণ করেন তা প্রকাশিত হয়েছে। মোশির আইন-কানুন ও নবীরা সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। যারা যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে তাদের সেই বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর তাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করেন। কারণ সবাই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু খ্রীষ্ট যীশু মানুষকে

পাপের হাত থেকে মুক্ত করবার ব্যবস্থা করেছেন, এবং সেই মুক্তির মধ্য দিয়েই দয়ার দান হিসাবে বিশ্বাসীদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয়।”

রোমীয় ৩ : ২০-২৪

“যে নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর না করে কেবল ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে ঈশ্বর তার সেই বিশ্বাসের জন্য তাকে নির্দোষ বলে ধরেন, কারণ তিনিই পাপীকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করতে পারেন।” রোমীয় ৪ : ৫

“যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে কোন পাপ ছিল না; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পাপ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই পাপের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকবার দরুন ঈশ্বরের পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।”

২ করিন্থীয় ৫ : ২১

৩৫. ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে যীশু আমাদের রক্ষা করেন এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের শান্তি স্থাপন করেন।

“খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা যখন আমাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের শান্তি থেকে নিশ্চয়ই রেহাই পাব।”

রোমীয় ৫ : ৯

“বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই আমাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয়েছে আর তার ফলেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে শান্তি হয়েছে।”

রোমীয় ৫ : ১

৩৬. যীশু শয়তান ও মৃত্যুর উপর জয়লাভ করেছেন।

“সেই সন্তানেরা হল রক্তমাংসের মানুষ। সেইজন্য যীশু নিজের রক্তমাংসের মানুষ হলেন, যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই শয়তানকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তিহীন করেন, আর

মৃত্যুর ভয়ে যারা সারা জীবন দাসের মত কাটিয়েছে তাদের মুক্ত করেন।”
ইব্রীয় ২ : ১৪-১৫

৩৭. যীশু আমাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

“আমরা যখন ঈশ্বরের শত্রু ছিলাম তখন তাঁরই পুত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন (বন্ধুত্ব) হয়েছে।” রোমীয় ৫ : ১০

“স্বীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর দেহের দ্বারা ঈশ্বর নিজের সঙ্গে এখন তোমাদের মিলিত (বন্ধুত্ব) করেছেন। যেন তিনি তোমাদের পবিত্র নিখুঁত ও নির্দোষ অবস্থায় নিজের সামনে উপস্থিত করতে পারেন।”

কলসীয় ১ : ২২

৩৮. যীশু আমাদের বেছে নিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর নিজের হই।

“তোমরা আমাকে বেছে নাও নি, কিন্তু আমিই তোমাদের বেছে নিয়ে কাজে লাগিয়েছি।”
যোহন ১৫ : ১৬

“তোমরা তো ‘বাছাই করা বংশ’ হয়েছে; তোমাদের দিয়ে গড়া হয়েছে পুরোহিতদের রাজ্য, তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আলাদা করা জাতি ও তাঁর নিজের লোক হয়েছে। যেন অন্ধকার থেকে যিনি তোমাদের তাঁর আশ্চর্য আলোর মধ্যে ডেকে এনেছেন তোমরা তাঁরই গুনগান করা।”

১ পিতর ২ : ৯

“অনেক দাম দিয়ে তোমাদের কেনা হয়েছে; অথএব তোমরা মানুষের দাস হয়ো না।”
১ করিন্থীয় ৭ : ২৩

৩৯. যীশু আমাদের ভালবাসেন।

“কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয় তবে তার চেয়ে বেশী ভালবাসা আর কারও নেই।” যোহন ১৫ : ১৩

“পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি। আমার ভালবাসার মধ্যে থাকা।” যোহন ১৫ : ৯

৪০. যীশু আমাদের সুস্থ করেন।

“তঁার দেহের ক্ষত সকল দ্বারা আমরা সুস্থ হয়েছি।”

১ পিতর ২ : ২৪

৪১. যীশু আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

“এই সব কথা আমি তোমাদের বললাম যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে থাকে ও তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।” যোহন ১৫ : ১১

“ধন্য সেই লোকেরা, যাদের ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহ ক্ষমা করা হয়েছে। যাদের পাপ ঢাকা দেওয়া হয়েছে।” রোমীয় ৪ : ৭

“লোকেরা তাঁর এই সমস্ত মহান কাজ দেখে আনন্দিত হল।”

লুক ১৩ : ১৭

“স্বর্গে তোমাদের নাম লেখা হয়েছে বলে আনন্দিত হয়ো।”

লুক ১০ : ২০

৪২. যীশু আমাদের জন্য স্বর্গে একটা জায়গা প্রস্তুত করেন।

“আমার পিতার বাড়ীতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি।” যোহন ১৪ : ২

৪৩. যীশু তাঁর লোকেদের অনন্ত জীবন প্রদান করেন।

“পাপ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর যা দান করেন তা আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন।” রোমীয় ৬ : ২৩

“আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই। তারা কখনও বিনষ্ট হবে না এবং কেউই আমার হাত থেকে তাদের কেড়ে নেবে না।” যোহন ১০ : ২৮

“যীশু মার্থাকে বললেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে মরলেও জীবিত হবে। আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না। তুমি কি এই কথা বিশ্বাস কর?”
যোহন ১১ : ২৫-২৬

“উত্তরে যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সঙ্গে পরমদেশে উপস্থিত হবে।” লুক ২৩ : ৪৩

৪৪. প্রভু যীশু জগতের পরিত্রান সাধন করেন।

“ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে তার একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।”
যোহন ৩ : ১৬

“পাপ থেকে উদ্ধার আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা জগতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি।”
প্রেরিত ৪ : ১২

“যীশু তাকে বললেন এই বড়ীতে আজ পাপ থেকে উদ্ধার আসল।”
লুক ১৯ : ৯

দশম ভাগ

প্রভু যীশু তাঁর লোকদের
নুতন জীবন প্রদান করেন

৪৫. যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেন এবং তাঁর শিষ্যদের
দেখা দেন।

“যীশু তাঁকে বললেন, কাঁদছ কেন? কাকে খুঁজছ? যীশুকে বাগানের
মালী ভেবে মরিয়ম বললেন, দেখুন আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে
থাকেন তবে বলুন কোথায় রেখেছেন। আমিই তাঁকে নিয়ে যাব। যীশু
তাঁকে বললেন ‘মরিয়ম’ তাতে মরিয়ম ফিরে দাঁড়িয়ে অরামীয় ভাষায়
যীশুকে বললেন, ‘রক্কুনি’ রক্কুনি মানে গুরা।”

যোহন ২০ : ১৫-১৬



“তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন তেমন ভাবেই জীবিত হয়ে উঠেছেন। এস তিনি যেখানে শুয়ে ছিলেন সেই জায়গাটা দেখা তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং তাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। তারা তাঁকে সেখানেই দেখতে পাবে। দেখ কথাটা আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম। সেই স্ত্রীলোকেরা অবশ্য ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও খুব আনন্দের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন এবং যীশুর শিষ্যদের এই খবর দেবার জন্য দৌড়াতে লাগলেন। এমন সময় যীশু হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকদের সামনে এসে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হোক।”

মথি ২৮ : ৬-৯

“তাঁর দুঃখভোগের পরে এই লোকদের কাছে তিনি দেখা দিয়েছিলেন এবং তিনি যে জীবিত আছেন তার অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি শিষ্যদের দেখা দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় বলেছিলেন।”

পেরিত ১ : ৩

“আমি নিজে যা পেয়েছি তা সব চেয়ে দরকারী বিষয় হিসাবে তোমাদেরও দিয়েছি। সেই বিষয় হল এই-পবিত্র শাস্ত্রের কথামত খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরেছিল, তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল, শাস্ত্রের কথামত তিন দিনের দিন তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছে, আর তিনি পিতরকে ও পরে তাঁর পেরিতদের দেখা দিয়েছিলেন এর পরে তিনি একই সময়ে পীচশোর বেশী ভাইদের দেখা দিয়েছিলেন।”

করিস্থীয় ১৫ : ৩-৬

“অসময়ে জন্মেছি যে আমি, সেই আমাকেও তিনি সবার শেষে দেখা দিয়েছিলেন।”

করিস্থীয় ১৫ : ৮

৪৬. যীশুর পুনরুত্থান তাঁর লোদের নুতন জীবন এনে দেয়।
“আমি জীবিত আছি বলে তোমরাও জীবিত থাকবে।”

যোহন ১৪ : ১৯

“আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে- তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই জগতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যেন আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাই। আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম তা নয়, কিন্তু তিনি আমাদের বভালবেসে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যেন পুত্র তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গের দ্বারা আমাদের পাপ দূর করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন। এটাই ভালবাসা। প্রিয় সন্তানেরা, ঈশ্বর যখন এই ভাবে আমাদের ভালবেসেছেন তখন আমাদেরও একে অন্যকে ভালবাসা উচিত।”

১ যোহন : ৯-১১

“তাই আমি আর জীবিত নই, খ্রীষ্টই আমার মধ্যে জীবিত আছেন।”

গালাতিয় ২ : ২০

“পাপ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর যা দান করেন তা আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন।” রোমীয় ৬ : ২৩

“আকাশের উপরের বা পৃথিবীর নীচের কোন কিছু, এমন কি, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যাপারই ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না। ঈশ্বরের এই ভালবাসা আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে রয়েছে।”

রোমীয় ৮ : ৩৯

“যিনি তোমাদের ভালবাসেন তাঁর মধ্য দিয়ে এই সবার মধ্যেও আমরা সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করেছি।”

রোমীয় ৮ : ৩৭

“তাহলে এই সব ব্যাপারে আমরা কি বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের পক্ষে আছেন তখন আমাদের ক্ষতি কর বার কে আছে? ঈশ্বর নিজের পুত্রকে পর্যন্ত রেহাই দিলেন না বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিলেন। তাহলে তিনি কি পুত্রের সঙ্গে আর সব

কিছুও আমাদের দান করবেন না?” রোমীয় ৮ : ৩১-৩২

“যারা খ্রীষ্ট যীশুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঈশ্বর তাদের আর শাস্তির যোগ্য বলে মনে করবেন না।” রোমীয় ৮ : ১

“তিনি সবার হয়ে মরেছিলেন যেন যারা জীবিত আছে তারা আর নিজের জন্য বেঁচে না থাকে, বরং যিনি তাদের জন্য মরেছিলেন ও জীবিত হয়েছেন তাঁরই জন্য বেঁচে থাকি।” ২ করিন্থীয় ৫ : ১৫

“আমার পিতার বাড়ীতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পারা।” যোহন ১৪ : ২-৩

“উত্তরে যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সঙ্গে পরমদেশে উপস্থিত হবে।” লুক ২৩ : ৪৩

“আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর এবং পিতার গৌরব হোক। যীশু খ্রীষ্টকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে ঈশ্বর তাঁর প্রচুর করুণার আমাদের নতুন জন্ম দান করেছেন। তার ফলে আমরা একটা জীবন্ত আশ্বাস পেয়েছি, অর্থাৎ ভবিষ্যতে এমন একটা সম্পত্তি পাবার আশ্বাস আমরা পেয়েছি যা কখনও ধ্বংস হবে না। যাতে মন্দ কিছু থাকবে না। এই সম্পত্তি তোমাদের জন্য স্বর্গে জমা করা আছে।” ১ পিতর ১ : ৩-৪

“যদিও তোমরা খ্রীষ্টকে দেখ নি তবুও তোমরা তাঁকে ভালবাস; যদিও এখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না তবুও তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস করছ, আর যে আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ও যা স্বর্গীয় মহিমায় পরিপূর্ণ, সেই আনন্দে তোমরা আনন্দিত হচ্ছ, কারণ তোমাদের বিশ্বাসের শেষ ফল তোমরা পেতে যাচ্ছ, আর তা হল তোমাদের সম্পূর্ণ উদ্ধার।” ১ পিতর ১ : ৮-৯

যীশু তাঁর মন্ডলী গড়ে তোলেন

৪৭. যীশু তাঁর মন্ডলী গড়ে তোলেন।

“আমি আমার মন্ডলী গড়ে তুলব।”

মথি ১৬ : ১৮

৪৮. যীশু নিজেকে প্রকাশ করার জন্য শাস্ত্র ব্যবহার করেন।

“এর পরে তিনি মোশির এবং সমস্ত নবীদের লেখা থেকে আরম্ভ করে গোটা পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে তাঁর নিজের বিষয়ে যা যা লেখা আছে তা সবই তাঁদের বুঝিয়ে বললেন।”

লুক ২৪ : ২৭

৪৯. যীশু তাঁর বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরের উপর লোকদের বিশ্বাস করতে সাহায্য করেন।

“এই সব লেখা হল যাতে তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই মশীহ ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাও।”

যোহন ২০ : ৩১

“মানুষের দেহ কোন কাজের নয়; পবিত্র আত্মাই জীবন দেন। আমি তোমাদের যে কথাগুলো বলেছি তা আত্মিক জীবন দান করে।”

যোহন ৬ : ৬৩

“এই সুখবরই হল ঈশ্বরের শক্তি যার দ্বারা তিনি সব বিশ্বাসীদের পাপ থেকে উদ্ধার করেন।”

রোমীয় ১ : ১৬

৫০. যীশু, পবিত্র আত্মা পাঠিয়ে দেন তাঁর লোকদের সাহায্য করার জন্য।

“যে সাহায্যকারীকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ইনিই হলেন সত্যের আত্মা যিনি পিতার কাছ থেকে আসবেন। আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।”
যোহন ১৫ : ২৬-২৭

“তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের উপর আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর যিরূশালেম, সারা যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবো।”
প্রেরিত ১ : ৮

৫১. যীশুর প্রত্যক্ষদর্শীরা চারিদিকে তাঁর বিষয়ে সু-সমাচার প্রচার করতে সাহায্য করে।

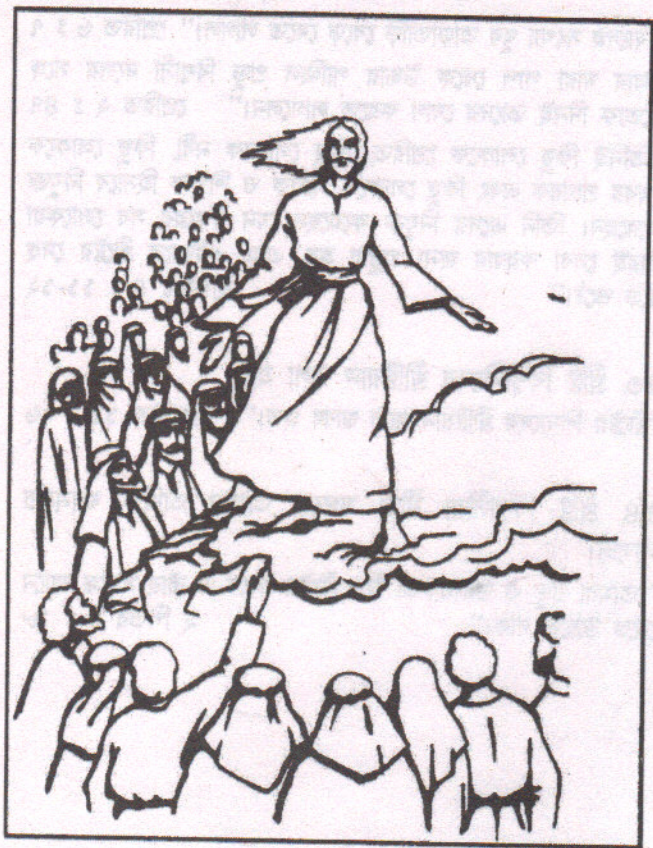
“তিনি যীশুর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করলেন।”
প্রেরিত ৮ : ৩৫
“আর তাঁরা প্রত্যেক দিন উপসানা-ঘরে এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং যীশুই যে মশীহ এই সুখবর প্রচার করতে থাকলেন।”
প্রেরিত ৫ : ৪২

“এতে গালীল প্রদেশের সব জায়গায় যীশুর কথা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ল।”
মার্ক ১ : ২৮

“এইজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য করা।”
মথি ২৮ : ১৯

৫২. যীশুর মন্ডলী বৃদ্ধি পেতে লাগল।

“আর এই ভাবে ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে পড়তে লাগল, আর যিরূশালেমে



শিষ্যদের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে লাগল।” প্রেরিত ৬ : ৭
“আর যারা পাপ থেকে উদ্ধার পাচ্ছিল প্রভু বিশ্বাসী দলের সঙ্গে
প্রত্যেক দিনই তাদের যোগ করতে লাগলেন।” প্রেরিত ২ : ৪৭
“তিনিই কিছু লোককে প্রেরিত, কিছু লোককে নবী, কিছু লোককে
সুখবর প্রচারক এবং কিছু লোককে পালক ও শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত
করেছেন। তিনি এদের নিযুক্ত করেছেন যেন ঈশ্বরের সব লোকেরা
তাঁরই সেবা করবার জন্য প্রস্তুত হয়, এবং এইভাবে খ্রীষ্টের দেহ
গড়ে ওঠে।” ইফিসীয় ৪ : ১১-১২

৫৩. খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টিয়ান বলা হয়।

“খ্রীষ্টের শিষ্যদের খ্রীষ্টিয়ান বলে ডাকা হতা” প্রেরিত ১১ : ২৬

৫৪. খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা যীশু সম্বন্ধে আরো অধিক জানতে
লাগল।

“তোমরা প্রভু ও উদ্ধারকর্তা যীশু খ্রীষ্টের দয়ায় ও তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞানে
বেড়ে উঠতে থাক।” ২ পিতর ৩ : ১৮

যীশু তাঁর লোকদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন

৫৫. যীশুকে স্বর্গীয় মহিমা এবং ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

“এই কথা বলবার পরে শিষ্যদের চোখের সামনেই যীশুকে তুলে নেওয়া হল এবং তিনি একটা মেঘের আড়ালে চলে গেলেন।”

প্রেরিত ১ : ৯

“তাঁর চেহারা ঠিক হীরা ও সাদীয়া মণির মত। সিংহাসনটার চারদিকে একটা মেঘধনু ছিল; সেটা দেখতে ঠিক একটা পান্নার মত।”

প্রকাশিত বাক্য ৪ : ৩

“স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে।”

মথি ২৮ : ১৮

৫৬. যীশু পুনরায় ফিরে আসবেন।

“গালীলের লোকেরা, এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কেন? যাকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল সেই যীশুকে যেভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে দেখলে সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।”

প্রেরিত ১ : ১১

“দেখ, তিনি মেঘের সঙ্গে আসছেন! প্রত্যেকটি চোখ তাঁকে দেখবে।”

প্রকাশিত বাক্য ১ : ৭

“বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিকে দেখা দিয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত চমকে যায় মনুষ্যপুত্রের আসা সেইভাবেই হবে।”

মথি ২৪ : ২৭

“সেই পরম ধন্য ঈশ্বর, যিনি একমাত্র শাসনকর্তা, যিনি রাজাদের রাজা

ও প্রভুদের প্রভু, তিনিই তাঁর উপযুক্ত সময়ে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করবেন।”

১ তীমথিয় ৬ : ১৫

“যীশু বলছেন, দেখ আমি শিষ্যই আসছি।” প্রকাশিত বাক্য ২২ : ৭

৫৭. যীশুর পুনর আগমনে মৃতেরা জীবিত হবে।

“আমি আপনাদের সত্যি বলছি, এমন সময় আসছে, বরং এখনই এসেছে, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের গলার স্বর শুনবে এবং যারা শুনবে তারা জীবিত হবে।” যোহন ৫ : ২৫

৫৮. যীশু তাঁর লোকদের গৌরব ও মহিমায় বদলে দেবেন।

“আমি তোমাদের একটা গুপ্ত সত্যের কথা বলছি, শোনা। আমরা সবাই মারা যাব তা নয়, কিন্তু বদলে যাব। এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলকে, শেষ সময়ের তুরীর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই বদলে যাব। সেই তুরী যখন বাজবে তখন মৃতেরা এমন অবস্থায় জীবিত হয়ে উঠবে যে, তারা আর কখনও নষ্ট হবে না; আর আমরাও বদলে যাব। যা নষ্ট হয় তাকে কাপড়ের মত করে এমন কিছু পরতে হবে যা কখনও নষ্ট হয় না। আর যা মরে যায় তাকে এমন কিছু পরতে হবে যা কখনও মরে না।” ১ করিন্থীয় ১৫ : ৫১-৫৩

“আমাদের আসল বাসস্থান তো স্বর্গ; সেখান থেকে আমাদের উদ্ধারকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আসবার জন্য আমরা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি। তিনি আমাদের দুর্বলতায় ভরা দেহ বদলিয়ে তাঁর মহিমাপূর্ণ দেহের মত করবেন।” ফিলিপীয় ৩ : ২০-২১

“প্রিয় সন্তানেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু পরে কি হবে তা এখনও প্রকাশিত হয় নি। তবে আমরা জানি, খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত



হবেন তখন আমরা তাঁরই মত হব। কারন তিনি আসলে যা, সেই চেহারাতেই আমরা তাঁকে দেখতে পাব।”

১ যোহন ৩ : ২

৫৯. যীশু যখন পুনরায় আসবেন তখন বর্তমান পৃথিবী ও সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং ঈশ্বর আবার সব কিছু নুতন করে সৃষ্টি করবেন।

“প্রভুর দিন চোরের মত করে আসবে। সেই দিন মহাকাশ হু হু শব্দ করে শেষ হয়ে যাবে এবং চাঁদ-সূর্য-তারা সবই পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই পুড়ে যাবো”

২ পিতর ৩ : ১০

”আমরা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে নুতন আকাশ ও নুতন পৃথিবীর জন্য অপেক্ষা করছি। সেখানে সব কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছামত হবে।”

২ পিতর ৩ : ১৩

“যিনি সেই সিংহাসনে বসে ছিলেন তিনি বললেন, দেখ আমি সব কিছুই নুতন করে তৈরী করছি।”

প্রকাশিত বাক্য ২১ : ৫

৬০ যীশু স্বর্গে তাঁর লোকদের জন্য জায়গা ঠিক করে রেখেছেন।

“আমার পিতার বাড়িতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি।”

যোহন ১৪ : ২

“তারপর আমি একটা নুতন মহাকাশ ও একটা নতুন পৃথিবী দেখলাম। প্রথম মহাকাশ ও প্রথম পৃথিবী শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সমুদ্রও আর ছিল না। পরে আমি সেই পবিত্র শহরকে, অর্থাৎ নুতন যিরূশালেমকে স্বর্গের মধ্য থেকে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসতে দেখলাম। কনেকে যেমন তার বরের জন্য সাজানো হয়, এই শহরকেও ঠিক সেইভাবে সাজানো হয়, এই শহরকেও ঠিক সেইভাবে সাজানো হয়েছিল। তারপর আমি একজনকে সেই সিংহাসন থেকে জোরে এই কথা বলতে শুনলাম, এখন মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের থাকবার জায়গা হয়েছে। তিনি মানুষের সঙ্গেই থাকবেন এবং তারা তাঁরই লোক হবে। তিনি নিজেই মানুষের সঙ্গে থাকবেন এবং তাদের ঈশ্বর হবেন। তিনি তাদের চোখের জল মুছে দেবেন। মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না ও ব্যথা আর থাকবে না, কারণ আগেকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।”

প্রকাশিত বাক্য ২১ : ১-৪

পরে সেই স্বর্গদূত আমাকে একটা বড় ও উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। ঈশ্বরের মহিমাতে উজ্জ্বল যে পবিত্র শহর যিরূশালেম স্বর্গের মধ্য থেকে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছিল তিনি আমাকে তা দেখালেন। সেই শহরের উজ্জ্বলতা খুব দামী পাথরের উজ্জ্বলতার মত, স্ফটিকের মত পরিষ্কার হীরার মত।”

প্রকাশিত বাক্য ২১ : ১০-১১

“শহরের রাস্তাটা পরিষ্কার কাচের মত খাঁটি সোনায় তৈরী ছিল।”

প্রকাশিত বাক্য ২১ : ২১

“আমি সেই শহরে কোন উপসনা-ঘর দেখলাম না, কারণ সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর এবং মেঘ-শিশুই ছিলেন সেই শহরের উপসনাঘর। সেই শহরে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের কোন দরকার নেই, কারণ ঈশ্বরের মহিমাই সেখানে আলো দেয় এবং মেঘ-শিশুই সেখানকার বাতি।”

প্রকাশিত বাক্য ২১ : ২২-২৩

“তারপর সেই স্বর্গদূত আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন। সেটা স্ফটিকের মত চকচকে ছিল এবং ঈশ্বরের ও মেঘ-শিশুর সিংহাসনের কাছ থেকে বের হয়ে শহরের রাস্তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। সেই নদীর দু'ধারেই জীবন-গাছ ছিল।”

প্রকাশিত বাক্য ২২ : ১-২ক

৬১. যীশু নিজে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর লোকদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন।

“আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পারা।”

যোহন ১৪ : ৩

“মনুষ্যপুত্র সমস্ত স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন

তখন তিনি রাজা হিসাবে তাঁর সিংহাসনে মহিমার সঙ্গে বসবেন। সেই সমস্ত জাতির লোকদের তাঁর সামনে একসঙ্গে জড়ো করা হবে। রাখাল যেমন ভেড়া আর ছাগল আলাদা করে তেমনি তিনি সব লোকদের দু'ভাগে আলাদা করবেন। তিনি নিজের ডান দিকে ভেড়াদের আর বাঁ দিকে ছাগলদের রাখবেন। এর পরে রাজা তাঁর ডান দিকের লোকদের বলবেন, তোমারা যারা আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ এস। জগতের আরম্ভে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও।”

মথি ২৫ : ৩১-৩৪

“পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন, ওহে অভিশপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। শয়তান এবং তার দূতদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও।”

মথি ২৫ : ৪১

“তারপর যীশু বললেন, এই লোকেরা অনন্ত শাস্তি পেতে যাবে, কিন্তু ঐ ঈশ্বরভক্ত লোকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করতে যাবো।”

মথি ২৫ : ৪৬

“উত্তরে যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সঙ্গে পরমদেশে উপস্থিত হবে।” লুক ২৩ : ৪৩

“পরে আমি প্রত্যেক জাতি, বংশ, দেশ ও ভাষার মধ্য থেকে এত লোকের ভীড় দেখলাম যে, তাদের সংখ্যা কেউ গুণতে পারল না। সাদা পোশাক পরে তারা সেই সিংহাসন ও মেঘ-শিশুর সামনে খেজুর পাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা জোরে চিৎকার করে বলছিল; যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, আমাদের সেই ঈশ্বর এবং মেঘ-শিশুর হাতেই পাপ থেকে উদ্ধার রয়েছে। তারপর স্বর্গদূতেরা সকলেই সেই সিংহাসনের, নেতাদের ও চারজন জীবন্ত প্রাণীর চারপাশে দাঁড়ালেন।

তারা সিংহাসনের সামনে উবুড় হয়ে ঈশ্বরকে প্রণাম করে বললেন, আমেন। প্রশংসা, গৌরব, জ্ঞান, ধন্যবাদ, সম্মান, ক্ষমতাও শক্তি চিরকাল ধরে আমাদের ঈশ্বরেরই হোক।” প্রকাশিত বাক্য ৭ : ৯-১২

৬২. উপসংহার

“জীবনটা কি? আমার পক্ষে জীবন হল খ্রীষ্ট এবং মরণ হল লাভ। কিন্তু যদি আমি বেঁচেই থাকি তবে সেটা আমাকে এমন একটা কাজের সুযোগ দেবে যাতে যথেষ্ট ফল হয়। কোনটা আমি বেছে নেব তা জানি না। দু’দিকই আমাকে টানছে। আমি মরে গিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতে চাই, কারণ সেটা অনেক ভাল। তবুও তোমাদের জন্য আমার বেঁচে থাকবার দরকার আরো বেশী।” ফিলিপীয় ১ : ২১-২৪

“তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের উপর আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর যিরুশালেম, সারা যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।” প্রেরিত ১ : ৮

“সব সময় প্রভুর কাজের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দিয়ে দাও।” ১ করিন্থীয় ১৫ : ৫৮

“আর এস, আমাদের চোখ যীশুর উপর স্থির রাখি যিনি আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ও পূর্ণতা।” ইব্রীয় ১২ : ২

“একমাত্র ঈশ্বর যিনি আমাদের উদ্ধারকর্তা তিনি তোমাদের উছোট খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে নিখুঁত অবস্থায় নিজের মহিমার সামনে আনন্দের সঙ্গে উপস্থিত করতে পারেন। সমস্ত যুগের আগে থেকে যেমন ছিল তেমনি এখনও এবং চিরকাল আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব, মহিমা, শক্তি এবং ক্ষমতা থাকুক! আমিন।” যিহূদা ১ : ২৪-২৫